পরশুরামেরর কুঠার

তুষ্টি ভট্টাচার্য

রাতের অন্ধকারে সে জেগে ওঠে
লম্বা পা ফেলে
আকাশে ঝাঁপ দেয় দেহ
আহ্লাদের গড়াগিড়ি
আকাশ ফর্সা হলে

নেমে আসে মৃতদেহ
ছাইগাদা খুঁজে ফেরে অলিতে গলিতে

আর কুঠারের ঘুম

আসছে চোখ শরীরের চারপাশে

নির্বান গাঁথা

আনিন্দাতা গুপ্ত রায়

ওদের সাথে কিছুক্ষণ ছিলাম আমি, কথাদের সাথে
সেই সমস্ত গড়িয়ে আসা নিটোল গল্পের শরীর
আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে পৌঁছে দিয়েছিলাম ঘুমের সুগন্ধে
মেঘ ভাঙা আলোর বৃত্তে তীব্র রডোডেনড্রন
মন্ত্রোচ্চারনের শব্দে ফোঁটা ফোঁটা জলপ্রপাত

তুমি মহাকাব্যের পাতা থেকে তুলে আনছিলে নক্ষত্রজন্ম
আর এক অন্ধকার পেরিয়ে অন্যতর দিকে
আগুনে হাতে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম তোমার মুখের স্পষ্টতা
কত জন্ম ধরে, কত বসন্ত ধরে
ভুল পথের ভেতর আমি হারিয়ে ফেলছি দিক্‌চিহ্ন

নিজের শরীরের ছায়া দীর্ঘ হতে হতে প্রতিবিম্বহীন
উড়ে পুড়ে ছাই হয়ে হয়ে
অতলস্পর্শী এই মৃত্যুফাঁদের পাশে

ডানাভাঁজ নতজানু বসেছি পূজায়, উপচারশূন্য
চীৎকার করে বলেছি-শোনো, ফিরে দ্যাখো-
এই সেই পুরাতন পাপ, যাকে আমি হৃদয়ে ধরেছি বলে
অন্ধ ভ্রমণ একা ঘুররে ঘুরে মরেছি বৃথাই
ত্রান দাও, আলো দাও, পারো যদি নিরাময় দাও

আমি জানি সমস্ত পথ আসলে সর্বানাশের দিকে
আর সেইখানে জমে আছে এত লোণা জল
কোনও বিনিময় নই, স্মৃতিধার্য সমাপন নেই
তবুও সমূহ আকাঙ্খা গাঢ় হয়ে ছুঁয়ে আছে আকাশপরিধি
ঔদাসীন ছলেসেই তন্ময়তা দেখেও দেখোনি
আজ সেই সমস্ত কথকতার কাছে আমি ফিরে আসি
আসলে জন্মান্তর নেই, আসলে প্রকৃত পাওয়া নেই
এইসব রৌদ্রদগ্ধ বনান্তরে সবুজের লাবণ্য জড়িয়ে
কাঙালের মত শুধু কথা ভিক্ষা করি, নিমফল জড়ো করি
ছেঁচে পিষে অমৃতে তিক্ত কষায় মাখামাখি করি
ঠোঁটের ভেতর জেগে ওঠে অন্য ঠোঁট, আর গান হয়
আর বৈশাখের দিকে ভেসে আসে অঘ্রানের আতপগন্ধ
জানি পরমান্ন রাঁধা হবে
তারপর নৈরঞ্জনা বয়ে যাবে বুকের ভেতর
শুধু অন্য কোনও নাম ধরে নির্বান দুয়ারে দাঁড়ালে...
তুমি তাকে দাহাতে জড়াবে

পবিত্র মূর্খতা
দেবোজ্যোতি রায়

সন্ত্রাসটি বাহ্যতঃ সুস্থির। অকাললপক্কতাহেতুটিকে যথেচ্ছ সংলাপ ছেড়ে দিলে ঠুনকোগুলি বাতাসে উড়ে যেতে থাকে। ঢেউগুলি পাড়ের দিকে ক্রমশঃ উজ্জ্বল ও বিকারগ্রস্ত। অনুজ্জ্বলতারই কোনো বিকার থাকে না। বাতিস্তম্ভের মধ্যবর্তী তৈলাক্ত অংশে সে নিজেকে রাখে অসম্ভব দ্যুতিহীন। কেরানি উদ্বেগটুকু ও এক পবিত্র মূর্খতা তাকে বাঁচায়। জীবনদান করে না।

ক্ষত

কেউ উচ্ছন্নে যেতে চাইলে আমি তাকে উচ্ছন্নে যেতে দি। সমূহ আতপের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে চলবার চাইতে ঢের উচ্ছন্নে চললে যাওয়া ভাল। এতে অন্তত পচনশীলতার একটা বলিষ্ঠ স্বীকৃতি থাকে। উচ্ছন্নের এই অংশটুকুর মধ্যে নিহিত থাকে বিকারের উজ্জ্বলতাটুকু। ক্ষতদুষ্ট জীবনের গোপন যা দুর্গন্ধকে ছড়িয়ে পড়তে দেয় চারদিকে। অমূলক করে তোলে মধ্যবিত্ত পরমায়ু জনিত যা কিছু শোভন। ক্ষতস্থান থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্তকে অন্য আলোর আভাস দেয়। বমনবৃত্তান্তের অবশিষ্টটুকু চার অধ্যায় জুড়ে এভাবেই লিখিত হতে থাকে।